যুগান্তর

তারিখ ... 14 AUG 2007
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও কতিপয় প্রস্তাব

যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সরকার। দেশের উচ্চশিক্ষার বিরাজমান হতাশাগ্রস্ত চিত্রের ওপর নতুন করে তুলি-কলমের আঁচড় পড়া শুরু হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের এক সভায় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ঠেকাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তথাকথিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থানীয় শাখা-প্রশাখার কার্যক্রম বন্ধ করা, দেশীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঢাকার বাইরে আউটার ক্যাম্পাস বা এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা এবং বিশেষভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কর্তৃক প্রদত্ত বিএড এবং এমএড ডিগ্রির সার্টিফিকেট বিক্রি বন্ধকরণ উল্লেখযোগ্য।

উপরের তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে শেষোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বলার অবকাশ আছে। প্রথমেই বলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বিএড ডিগ্রি বিক্রি করার কথা।

১. বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০১১ সালের পর স্কুলগুলোর বিএড ডিগ্রি ছাড়া কোন শিক্ষক থাকতে পারবেন না। বর্তমানে দেশের স্কুলগুলোতে যেসব শিক্ষকের বিএড ডিগ্রি নেই সেসব শিক্ষকের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে স্কুল টিচিং সার্টিফিকেট কোর্স নামে তিন মাসের একটি কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। যারা এই সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করবেন তারা তাদের বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের পঁয়ত্রিশভাগ অর্জন করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, মূল বিএড কোর্সের মেয়াদ বার মাস হওয়ায় সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষকরা বাকি নয় মাসে বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। তবে এই নয় মাসের কোর্স করার জন্য তাদের অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার স্কুল শিক্ষকদের প্রকৃত অর্থে লেখাপড়া করে বিএড ডিগ্রি অর্জনে উৎসাহ দিচ্ছে।

অথচ এই পরিস্থিতির অপব্যাখ্যা করে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র পনের হাজার টাকায় শিক্ষাবিহীন বিএড সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। খবর নিয়ে দেখেছি, এসব বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন এলাকায় এজেন্ট নিয়োগ দেয়। এজেন্টরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিএড প্রোগ্রামের জন্য পনের হাজার টাকা গ্রহণ করে। এর মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর বাকি অর্ধেক টাকা এজেন্টদের। নামমাত্র দু'চারটি ক্লাস নেয়া হয় স্থানীয় স্কুল কিংবা কলেজ শিক্ষকদের দিয়ে এবং সময় শেষে শিক্ষার্থীরা বিএড সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। এই প্র্যাকটিস অনৈতিক। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের চক্রান্ত। শুধু অর্থের লোভে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করার কারোরই অধিকার নেই। সুতরাং অবিলম্বে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত বিএড এবং এমএড ডিগ্রি প্রদান রহিতকরণ এবং শুধু তাই নয়, যারা এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, তারা সময়ের প্রয়োজনে এমন একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আশা করি বাস্তবায়নেও তারা সক্রিয় হবেন।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। মফস্বল শহরের এসব জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পরীক্ষামূলকভাবে হলেও অনেক কঠিন শর্তে কিছু বেসরকারি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বহির্ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হতে পারে :

১. ন্যূনতম তিন একর জমির ওপর পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকতে হবে এবং তা নিজস্ব হতে হবে।

২. নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান করা যাবে।

৩. প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ কোর্স চালু করার পর থেকে পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত অন্তত সাতজন শিক্ষক থাকতে হবে। এরপর কঠোরভাবে প্রতি বিশজন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক রাখার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

৪. পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার, লাইব্রেরিতে পুস্তক, গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি এবং উন্মুক্ত খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার থাকতে হবে।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক প্রো-অ্যাকটিভ কঠোর শর্ত প্রণয়ন করা যেতে পারে। এসব বহির্ক্যাম্পাস এবং তাদের প্রধান ক্যাম্পাসের আর্থিক, একাডেমিক এবং পরিচালনা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অনুবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কঠিন শর্তগুলো মেনে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ক্যাম্পাস খুলতে চাইলে আপত্তির কারণ থাকবে বলে মনে করি না। বরং এ উদ্যোগে আমাদের মফস্বল শহরের হতদরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিজ গৃহে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান : *উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়*